কলকাতা উচ্চ আদালত
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ
মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১১ সালের সি. আর. আর. ২৩৪৭
লায়লা বেগম @রুনা বেগম এবং অন্যান্যরা
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্যঃ শ্রীমান কল্লোল মণ্ডল

রাজ্যের পক্ষেঃ শ্রীমান বিনয় পান্ডা

শ্রীমতি পুষ্পিতা সাহা

শুনানি- ১৭.০৭.২০২৩, ১৮.০৭.২০২৩

রায়ঃ **২৬.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়:-

১. আবেদনকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দাখিল করেছেন, যা ২০১১ সালের ৩.০৪.২০১১ তারিখের খানাকুল থানা মামলা নং ৫৪ থেকে উদ্ভূত জি.আর. মামলা নং ৪১৪, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের তদন্তের জন্য নথিভুক্ত, হুগলির আরামবাগের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন।

২. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত উকিল নিম্নরূপ জমা দিয়েছেনঃ-

(ক) ১ নং আবেদনকারী হলেন ২ নং বিপরীত পক্ষের শ্যালিকা এবং তাঁর বয়স প্রায় ২৬ বছর; ২ নং আবেদনকারী হলেন এর শ্যালিকা। বিপরীত পক্ষ নং ২ এবং তার বয়স প্রায় ৫৫ বছর। আবেদনকারী নং

৩ হলেন বিপরীত পক্ষের নং ২-এর শ্বশুর এবং তাঁর বয়স প্রায় ৭ ও বছর এবং তিনি বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন; পিটিশন নং ৪ হল বিপরীত পক্ষের নং ২-এর শ্যালক এবং তাঁর বয়স প্রায় ২৬ বছর; আবেদনকারী নং ৫ হল বিপরীত পক্ষের নং ২-এর স্বামী, তাঁর বয়স প্রায় ৪০ বছর এবং তিনি পেশায় একজন দর্জি; আবেদনকারী নং ৬ হলেন বিপরীত পক্ষের নং ২-এর অবিবাহিত শ্যালিকা এবং তাঁর বয়স প্রায় ২০ বছর; আবেদনকারী নং ৭ হলেন বিপরীত পক্ষের নং ২-এর শ্যালক এবং তাঁর বয়স প্রায় ৬৫ বছর; আবেদনকারী নং ২-এর কাকা ৮, ৯, ১০ এবং ১১ জন শ্যালক এবং যথাক্রমে প্রায় ২৮,২০,২৪ এবং ৩৫ বছর বয়সী; আবেদনকারী নং ১২ বিপরীত পক্ষের ২ নং এর মাসি এবং তার বয়স প্রায় ৫৫ বছর এবং আবেদনকারী নং ১৩ বিপরীত পক্ষের ২ নং এর শ্যালিকা এবং তার বয়স প্রায় ২৩ বছর এবং সে একটি পৃথক জায়গায় থাকে এবং সে কোনওভাবেই বিপরীত পক্ষের ২ নং এর বৈবাহিক জীবনের দৈনন্দিন বিষয়গুলির সাথে যুক্ত নয়। আবেদনকারীর ৪,৮ এবং ১১ নম্বর পেশায় কৃষক এবং আবেদনকারীর ১,২,৬,১২ এবং ১৩ নম্বর গৃহবধূ।

(খ) আবেদনকারী নম্বর ২ এবং ৩-এর আবেদনকারী নম্বর ৫-এর ছেলে মুসলিম রীতিনীতি ও রীতিনীতি অনুসারে বিপরীত পক্ষের নম্বর ২-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। উক্ত বিবাহের পরে উক্ত বিবাহ থেকে তিনটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়েছিল যথা এস. কে. আফ্রিদি সেলিম, এস. কে. ইব্রাহিম সেলিম এবং এস. কে. সালমান সেলিম। পরবর্তীকালে আবেদনকারী নম্বর ৫ জানতে পারে যে তার স্ত্রী বিপরীত পক্ষের নম্বর ২ হওয়ায় তার নিজের গ্রামের সাবির আলী @এস. কে. সাবিরুল ইসলামের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে।এই ধরনের সম্পর্ক সম্পর্কে অবহিত আবেদনকারী নং ৫ বিপরীত পক্ষকে নিয়েছিলেন

নং ২ তাঁর তিন সন্তানকে নিয়ে কলকাতায় যান যেখানে তিনি লাভের জন্য কাজ করছিলেন। তার পরেও বিপরীত পক্ষের ২ নম্বরটি -এ রয়ে গেছে সেই অবৈধ সম্পর্ক।

(গ) তারপর ১৯.১২.২০১০-এ বিপরীত পক্ষ নং ২ নিয়ে পালিয়ে যায় বলেছেন সাবির আলী @এস. কে. সাবিরুল ইসলাম। ২ নং বিপরীত পক্ষের এই ধরনের অসম্মানজনক কাজ সহ্য করতে না পেরে আবেদনকারী ৫ নং ২ টি. এম. ফেব্রুয়ারী, ২০১১-এ মোহামেডান আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে "তালাক" ঘোষণা করেছিলেন। "তালাক"-এর উক্ত ঘোষণাটি বিরোধী পক্ষকে ২ নং স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ০৭.০২.২০১১-এ জানানো হয়েছিল এবং একই দিনে আবেদনকারী নং ৫ দ্বারা খানাকুল পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জকেও এই যোগাযোগ করা হয়েছিল।

(ঘ)আবেদনকারী নং ৫ কলকাতার বিজ্ঞ প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও উপরোক্ত তথ্যটি উল্লেখ করে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

(ঙ)১৯.১২.২০১০ তারিখে, বিপক্ষ নং ২-এর ভাই, অর্থাৎ মমিনউদ্দিন, ১৯.১২.২০১০ তারিখে, একটি জিডি এন্ট্রি নং ১৭৯৭, ২০১০-এর ১৯.১২.২০১০ দাখিল করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তার বোন, বিপক্ষ নং ২-এর ভাই, সেদিন নিখোঁজ ছিলেন। তার বোনের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর, তিনি জানতে পারেন যে তার বোনের সাবির আলী উর্দু স্কুলের সদস্য সাবিরুল ইসলামের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি তাকে ওই ব্যক্তির সাথে দেখেন। বিপরীত নং ২-কে ফিরে আসতে বলা হলে তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং ভাইয়ের বাবা সাবির আলী উর্দু স্কুলের সদস্য সাবিরুল ইসলাম তাকে গুরুতরভাবে লাঞ্ছিত করেন। এরপর ওই ভাইয়ের বাবা সাবির আলী উর্দু স্কুলের সদস্য সাবিরুল ইসলাম তাকে মারধর করেন। সাবিরুল ইসলাম তার ছেলের এই বেআইনি কাজের কথা জানতে পারেন এবং ২০.১২.২০১০ তারিখে একটি ঘোষণা দেন যার মাধ্যমে তিনি

পুত্রকে এবং ২০.১২.২০১০-এ একটি ঘোষণা করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি পরিত্যাগ করেছেন ২৬শে ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে গ্রামে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, উক্ত সাবির আলী @এস. কে. সাবিরুল ইসলাম আবেদনকারী নম্বর ৫-এর আইনত বিবাহিত স্ত্রীকে বেআইনিভাবে প্রলুব্ধ করেছিলেন যার ফলে তাদের বৈবাহিক জীবন ভেঙে যায় এবং তাই তাকে এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এবং উক্ত সাবির আলী @এস. কে. সাবিরুল ইসলামের সাথে কেউ কোনও সম্পর্ক রাখবে না।

(চ)পরবর্তীকালে অপর পক্ষ নং ২-এর দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে হুগলির আরামবাগের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা একটি নির্দেশের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬ ধারার অধীনে অপরাধের তদন্তের জন্য ২০১১ সালের ৫৪ নম্বর খানাকুল থানা মামলা হিসাবে তাত্ক্ষণিক পুলিশ মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এটি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৩. আবেদানাকারির বিজ্ঞ উকিল সাবিরুল ইসলাম মুসলিম রীতিনীতি ও রীতিনীতি অনুসারে ১৫.০৩.২০১১-এ এবং তারপর থেকে তিনি উক্ত সাবি আলী @এস. কে. সাবিরুল ইসলামের সাথে বর্তমানে ১৮/এ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, পার্ক সার্কাস, কলকাতা-৭০০০১৬-এ বসবাস করছেন।

৪. রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলার ডায়েরিতে বিচারের মাধ্যমে বিচারের জন্য পর্যাপ্ত অপরাধমূলক উপকরণ প্রকাশ করেছেন।

৫. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগগুলি বিপরীত বলেছে ১৪ বছর আগে মুসলিম রীতিনীতি ও শুল্ক অনুসারে আবেদনকারী নম্বর ৫-এর সঙ্গে ২ নম্বর পক্ষের বিবাহ হয়েছিল। উক্ত বিবাহের সময় নগদ ৯০,০০০ টাকা, সোনার গয়না এবং অন্যান্য গৃহস্থালী সামগ্রী যৌতুক হিসাবে বিপরীত পক্ষের পিতা দিয়েছিলেন। ২ নম্বর। উক্ত বিবাহের পরে উল্লিখিত বিবাহ থেকে তিনটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়েছিল। পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয় বাড়ার সাথে সাথে উক্ত সন্তানের জন্মের পরে, বিপরীত পক্ষ নম্বর ২-কে তার স্বামী এবং তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ৫০,০০০ টাকা এবং একটি রঙিন টেলিভিশন দাবি করে নির্যাতন করেছিল। ২ অস্বীকার করে যে তার বাবার পক্ষে এই দাবি পূরণ করা সম্ভব ছিল না, উক্ত নির্যাতন তীব্রতর হয় এবং আবেদনকারীদের দ্বারা তাকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করা হয়। এরপরে তাদের দাবির একটি অংশ ২০,০০০/- টাকা এবং একটি রঙিন টেলিভিশন দিয়ে পূরণ করা হয়। এরপরে প্রায় দুই মাস আগে ৩০,০০০/- টাকার দাবি পূরণ না হওয়ার কারণে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ থেকে বিপরীত পক্ষ নং ২ কে তার বৈবাহিক বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বিপরীত পক্ষ নং ২ কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী সহ তার বৈবাহিক বাড়িতে চলে যায়। এরপরে আবার ১০.০২.২০১১-এ তিনি তার বৈবাহিক জীবনযাপন করতে তার বৈবাহিক বাড়িতে গিয়েছিলেন কিন্তু আবেদনকারীরা তাকে বলেছিল যে সে তাদের দাবি পূরণ না করলে তাকে তার বৈবাহিক বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে না। বিপরীত পক্ষের নং ২ স্ত্রী এবং আবেদনকারী নং ৫ এর মধ্যে বিবাহ স্বামী চৌদ্দ বছর ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই দম্পতি সন্তানের জন্ম দেন।

৬. বিপরীত পক্ষ নং ২ স্ত্রী এবং আবেদনকারী নং ৫ স্বামীর মধ্যে বিবাহ চৌদ্দ বছর ধরে টিকে ছিল। দম্পতি জন্ম দেন

তিন সন্তান যারা স্বীকার করেছে যে তাদের বাবার সাথে বসবাস করছে অর্থাৎ আবেদনকারী নং ৫। বিপরীত পক্ষ নং ২ তাৎক্ষণিক অভিযোগের আগে নির্যাতন এবং যৌতুকের দাবির একটিও ঘটনা প্রকাশ করেনি। চৌদ্দ বছর বিবাহের পর আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সাধারণ এবং সর্বজনীন। স্বামী এবং তার পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পটভূমিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৮এ এবং ধারা ৪০৬ এর অধীনে অভিযুক্ত অপরাধগুলি প্রতিষ্ঠিত এবং/অথবা বহাল রাখা যায় না। বিপরীত পক্ষ নং ২ এর ভাই কর্তৃক ১৯.১২.২০১০ তারিখে দায়ের করা জি.ডি. এন্ট্রিটি, বিপরীত পক্ষ নং ২ এর স্ত্রী কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের বিরোধিতা করে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করে। বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা দায়ের করা অভিযোগ, যদি তা আমলে নেওয়া হয়, তাহলে তা আইনের অপব্যবহারের প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে, যা ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযোগগুলি অসম্ভবতা নির্দেশ করে।

৭. **হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্যদের**[১] ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "১০২. চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে আইনের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে, যা আমরা উপরে সংগ্রহ করেছি এবং পুনরুত্পাদন করেছি, আমরা নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্ত চ্যানেলাইজড এবং

.....

[১]১৯৯২ SUPP. (১) এস. সি. সি ৩৩৫

অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র এবং অগণিত ধরনের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা অধিনিয়মের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানের মধ্যে কোনও প্রকাশ্য আইনি বাধা রয়েছে এবং/অথবা যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত এবং কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয় ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। "

৮. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১১ সালের জি. আর. কেস নং ৪১৪ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬ ধারার অধীনে, খানাকুল থেকে উদ্ভূত, হুগলির আরামবাগের লার্নড অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন ২০১১ সালের ০৩.০৪.২০১১ তারিখের ৫৪ নং থানা মামলা বাতিল করা হয়েছে।

৯. ২০১১ সালের ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন নং সি. আর. আর ২৩৪৭ অনুমোদিত।

১০.তদনুসারে, ২০১১ সালের সিআরআর ২৩৪৭ নিষ্পত্তি করা হয়েছে, সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১১. খরচের কোনও আদেশ নেই।

১২. এই রায়ের অনুলিপিটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সম্মতির জন্য বিজ্ঞ ট্রাবিচারিক আদালতেরয়াল কোর্টের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

১৩. সমস্ত পক্ষ যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal